

10468 - আসমানী কতিব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান

প্রশ্ন

আল্লাহ্ যেন নবীগণকে পাঠিয়েছেন তাঁরা কারা এবং যেন কতিবগুলো নাযলি করছেন সেগুলো কী কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ্ যখন আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠালেন এবং তাঁর বংশধরগণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তখন তিনি তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করছেন, তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর অহী নাযলি করছেন। কিন্তু, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কউে ঈমান এনছে; আর কউে কুফর করছে: “আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেকে জাতরি মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নরিদশে দিয়ে য়ে, তওমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ হদিয়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যককে উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছিল।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ্ যেন আসমানী কতিবগুলো নাযলি করছেন সেগুলোর মধ্যে প্রধান চারটি: তওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ও কুরআন। “তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কতিব নাযলি করছেন, পূর্ববে যা এসছে তার সত্যতা প্রতাপিনকারীরূপে। আর তিনি নাযলি করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল।”[সূরা আল ইমরান, আয়াত:০৩]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: “আর আমি দাউদকে দিয়েছি যাবুর”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৫৫]

নবী-রাসূলগণের সংখ্যা অনেক। তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কউে জানে না। তাদের কারো কারো কাহিনী আল্লাহ্ আমাদেরকে অবহতি করছেন; আর কারো কারো কাহিনী আমাদেরকে অবহতি করেননি: “আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্ববে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দইন”[সূরা নসি, আয়াত: ১৬৪]

আল্লাহ্ যত কতিব নাযলি করছেন সকল কতিবের প্রতি ঈমান আনা এবং যত নবী-রাসূল প্রেরণ করছেন সকল নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনা ফরয। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ! তওমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

প্রতি, এবং সে কতিবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উপর নাযলি করছেন। আর সে গ্রন্থের প্রতি যা তার পূর্বে তিনি নাযলি করছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফরিশ্টিগণ, তাঁর কতিবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও শেষে দবিসের প্রতি কুফরী করে সে সুদূর ভিন্নতায় পতিত হলো।”[সূরা নাসি, আয়াত: ১৩৬]

রাসূল ও নবী হচ্ছে— একই অভিধার দুইটি নাম। নবী-রাসূল হচ্ছে এমন ব্যক্তি আল্লাহ যাকে মনোনীত করে মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য, আল্লাহর দ্বীন প্রচার করার জন্য পাঠিয়েছেন: “সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূলগণ প্রেরণ করছে, যাতো রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।” [সূরা নাসি, আয়াত: ১৬৫]

নবী-রাসূলগণের সংখ্যা অনেক। কুরআনে কারীমে আল্লাহ ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের সকলের উপর ঈমান আনা ফরয। তাঁরা হচ্ছে— আদম, ইদ্রিস, নূহ, হুদ, সালহে, ইব্রাহিম, লুত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, শূয়াইব, আইয়ুব, যুলকফিল, মুসা, হারুন, দাউদ, সুলাইমান, ইলিয়াস, আল-ইসাআ, ইউনুস, যাকরিয়্যা, ইয়াহইয়া, ইসা, মুহাম্মদ (তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)।

কুরআনে কারীম হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও সর্বশেষে আসমানী গ্রন্থ। কুরআন তার পূর্বে নাযলি হওয়া গ্রন্থসমূহকে রহিতকারী এবং সগেলের উপর কর্তৃত্বকারী। তাই কুরআন অনুযায়ী আমল করা ও অন্য কতিবের উপর আমল বর্জন করা ফরয। “আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কতিব নাযলি করছি ইতোপূর্বকোর কতিবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সগেলের তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযলি করছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের বচির নষিপত্তি করুন।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮]

আল্লাহ বনী আদমের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে রাসূল ও নবী হিসেবে মনোনীত করছেন এবং প্রত্যেকে উম্মতের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করার এবং শরিয়তের বধি-বিধান বর্ণনা করার নরিদশে দিয়েছেন; যে বধি-বিধানের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি নিহিত রয়েছে। তিনি তাদেরকে নরিদশে দিয়েছেন— ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়ার ও কাফরদেরকে জাহান্নামের হুমকি দেয়ার: “আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেকে জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নরিদশে দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যককে উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছে।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তাআলা কিছু কিছু নবী-রাসূলকে অন্য নবী-রাসূলদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হচ্ছনে তাঁরা যাদেরকে বলা হয় ‘উলুল আযম’। তাঁরা হচ্ছনে- নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ইসা ও মুহাম্মদ (তাঁদের উপর আল্লাহর রহমত ও দয়া বর্ষতি হোক)। আর এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ট হচ্ছনে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রত্যেকে নবীকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কওমের লোকদের নিকট পাঠাতেন। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানবজাতির কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি হচ্ছনে- সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্ররণ করছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা সাবা, আয়াত: ২৮]

আল্লাহ নবী-রাসূলকে মনোনীত করছেন এবং তাদেরকে তাদের কওমের জন্য আদর্শ-পুরুষ বানিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে প্রতাপালন করছেন, শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, রসালত দিয়ে (বার্তাবাহক বানিয়ে) সম্মানিত করছেন, পাপ-পঙ্কলিতায় লিপ্ত হওয়া থেকে তাদেরকে সুরক্ষা করছেন এবং মোজজো প্রদান করার মাধ্যমে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছেন। তাই নবী-রাসূলগণ হচ্ছনে পরিপূর্ণ আকার ও আখলাকের অধিকারী, জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ট, সত্যভাষী এবং সুশোভিত জীবনধারার অধিকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন: “আর আমরা তাদেরকে করছিলাম নতো; তারা আমাদের নরিদশে অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত; আর আমরা তাদেরকে সংকাজ করতাম ও সালাত কায়মে করতাম এবং যাকাত প্রদান করতাম ওহী পাঠিয়েছিলাম; এবং তারা আমাদেরই ইবাদতকারী ছিল।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৭৩]

নবীগণ আল্লাহর আনুগত্য ও চরিত্র মাধুর্যের ক্ষেত্রে এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হদায়াত দান করছেন, কাজেই আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৯০]

আমাদের নবীর মধ্যে সকল নবী-রাসূলে ভাল গুণাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাঁকে উন্নত আখলাক দান করছেন। তাই আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করার নরিদশে দিয়েছেন। “অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ; তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষে দিনের এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১]

সকল নবী ও রাসূলে প্রতিঈমান আনা ইসলামী আকদার অন্যতম রুকন; যে রুকনগুলোর প্রতিঈমান না-আনলে কোন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হবে না। কারণ নবী-রাসূলগণ সকলে একই আকদার দিকে আহ্বান করছেন। আর তা হচ্ছ- এক আল্লাহর প্রতিঈমান আনা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নায়িল হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া’কুব ও তার বংশধরদের প্রতি নায়িল হয়েছে, এবং যা মূসা, ঈসা

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রব- এর নকিট হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনি। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]